সমকাল

তারিখ 16 OCT 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

৩৭ ভাগ মাধ্যমিক স্কুলে বিজ্ঞানাগার নেই

■ কামরান সিদ্দিকী

দাগনভূঞা একাডেমি। ফেনীর দাগনভূঞা পৌরসভায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এসএসসির ফলের দিক থেকে উপজেলার প্রথম সারির বিদ্যালয় এটি। অথচ এ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়গুলোর জন্য কোনো ব্যবহারিক কক্ষ বা প্র্যাকটিক্যাল ল্যাবরেটরি নেই। শুধু এ প্রতিষ্ঠানই নয়, দেশের ৩৭ ভাগ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চিত্র এটি। এ ধরনের কলেজের সংখ্যা শতকরা ১৯ ভাগ। বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) ২০১৫ সালের প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

ব্যানবেইসের প্রতিবেদন

এ বিষয়ে দাগনভূঞা একাডেমির প্রধান শিক্ষক মিজানুর রহমান সমকালকে বলেন, বেশিরভাগ বিদ্যালয়ে জায়গার অভাবের কারণে ব্যবহারিক কক্ষ নেই। তবে তাদের ব্যবহারিক কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে। এগুলো আলমারিতে সংরক্ষণ করা হয়। পরীক্ষার আগে যে কোনো একটি কক্ষকে তারা ব্যবহারিক শিখন ও পরীক্ষার কাজে ব্যবহার করেন। তিনি বলেন, বর্তমানে যে বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি উদ্যোগে ঊর্ধ্বমুখী নতুন ভবন নির্মিত হচ্ছে, সেখানে এ ধরনের ব্যবহারিক কক্ষ তৈরির পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

রাজধানীর উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ আবুল হোসেন সমকালকে বলেন, গ্রামের স্কুলগুলোতে আর্থিক অসঙ্গতি এ ধরনের ব্যবহারিক কক্ষ না থাকার প্রধান কারণ। মূল্যবান হওয়ায় তারা যন্ত্রপাতি কিনতে পারেন না। এ ছাড়া হাতেকলমে শেখাতে পারেন এমন উপযুক্ত শিক্ষকের সংকটও রয়েছে। তবে তাদের প্রতিষ্ঠানসহ শহরের বেশিরভাগ স্কুল-কলেজেই ব্যবহারিক শিক্ষার পর্যাপ্ত অবকাঠামো রয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

দেশের বিপুল সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে হাতেকলমে বিজ্ঞান শিক্ষার এ অপ্রতুলতাকে উদ্বেগজনক বলে মনে করেন জার্মানির চ্যান্সেলর পুরস্কারপ্রাপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. এ এ মামুন। তিনি বলেন, হাতেকলমে না শিখলে শিক্ষা ব্যবহার উপযোগী হয় না। উন্নত বিশ্বে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের হারটা কম। সেখানে স্কুল-কলেজ পর্যায়ে যতটুকু শেখানো হয় সেটা হাতেকলমে তারা ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারে। পরে এটা বাস্তব জীবনে কাজে লাগাতে পারে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র বাংলাদেশে। তাই স্কুল-কলেজ পর্যায়ে অন্তত 'যন্ত্রপাতি ও ল্যাবরেটরি ওয়ার্ক'-এর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ জন্য অর্থনৈতিক সঙ্গতির ব্যবস্থা সরকারের তরফ থেকেই করা উচিত বলে মনে করেন বরেণ্য এই বিজ্ঞানী।

মাধ্যমিকে নবম-দশম শ্রেণিতে বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের ২৫ নম্বরের ব্যবহারিক পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। সে ধারাবাহিকতায় এসএসসির চূড়ান্ত পরীক্ষায় তারা অংশ নেন। উচ্চমাধ্যমিকেও বিজ্ঞানে একই ধরনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া কৃষি শিক্ষা, কম্পিউটার শিক্ষাসহ বিভিন্ন বিষয়েও ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তবে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোনো ব্যবহারিক ক্লাস নেই। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, এসব পরীক্ষায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গড় নম্বর দিয়ে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের সুপারিশ অনুসারে অনেকে পূর্ণ নম্বরও পেয়ে যান। এ ক্ষেত্রে হাতেকলমে শেখার হারটা অনেকটা শূন্য।

এদিকে ব্যবহারিক কক্ষ থাকলেও তার যথাযথ ব্যবহার হয় না এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আন্তরিকতার অভাব, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত শিক্ষক না থাকা এর কারণ বলে মনে করেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা। এ ব্যাপারে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও ধানমণ্ডি গভ. বয়েজ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ইনছান আলী সমকালকে বলেন, বর্তমানে নতুন ধারার কিছু 'ব্যবহারিক পাঠ' সিলেবাসে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬